১৮

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 JAN 1996
পৃষ্ঠা ...৯... কলাম ...৭...

পটুয়াখালীতে ২৩ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত

পটুয়াখালী, ২৮শে জানুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি অব্যাহত থাকলেও অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব, আর্থিক দৈন্যতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সরকারি সহযোগিতার সংকটের কারণে পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন বয়সের ২৩ হাজার বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষাশেষে প্রতি বছর ২০ হাজার শিশু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পেরে শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটাতে বাধ্য হচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সর্বশেষ ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরের জরিপ অনুযায়ী জানা গেছে, জেলার ৬টি থানায় ৫৮২টি সরকারি, ৪৭৭টি বেসরকারি রেজিস্ট্রি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এ ছাড়াও ১২৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশনের অপেক্ষায় রয়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ীই পটুয়াখালী জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত শিশুর সংখ্যা ২৩ হাজার ৩শ' ৫৮ জন। কিন্তু তথ্যাভিজ্ঞ একটি মহলের মতে, এ সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে অনেক কম দেখানো হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রের মতে বিভিন্ন সরকারি–বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাসিকপ্রতিবেদনে ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে। কাগজে–কলমে এ সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের গড় হাজিরা শতকরা ৮০ ভাগ দেখানো হলেও বাস্তবে এর কোন হদিস নেই। ওই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মনগড়া প্রতিবেদন তৈরি করে জেলা অফিসে দাখিল করে নিজেদেরকে দায়মুক্ত করে থাকেন।

অপরদিকে পটুয়াখালী জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক স্বল্পতাও কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে। বিধি মোতাবেক প্রতি ৫০ জন ছাত্র–ছাত্রীর জন্য ১ জন শিক্ষক প্রয়োজন। কিন্তু পটুয়াখালী জেলায় প্রতি ৭৮ জন শিক্ষার্থীর জন্যও একজন শিক্ষক নেই বলে জরিপ সূত্রে দেখা যায়।

জরিপে উল্লেখ করা হয়েছে, পটুয়াখালী জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ভর্তিকৃত ২ লাখ ১ হাজার ৫শ' ৮৮ জন ছাত্র–ছাত্রীর জন্য শিক্ষক বরাদ্দ রয়েছে ২ হাজার ৬শ' ৬৫ জন। এদের মধ্যে ১৩টি প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের ৮০টিসহ মোট ৯৩টি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য থাকায় বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয়-সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগদান সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, পটুয়াখালী জেলার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা আরও সুষ্ঠু ও গতিশীল করতে হলে আরও কমপক্ষে ১৫শ' শিক্ষকের নতুন পদ সৃষ্টি করে অবিলম্বে নিয়োগদান প্রয়োজন। এছাড়া অন্যান্য দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে ১ জন করণিক আবশ্যক। এ মহলের মতে দু' হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদার করা, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং শিক্ষক নিয়োগ ও বদলির ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও বাস্তবধর্মী নীতিমালা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।